

বন অধিদপ্তর

৩.১ পরিচিতি:

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৩ লক্ষ হেক্টর; যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৫.৫৮%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টর; যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৭৪%। বাংলাদেশের বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭%। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে। যেমন- পাহাড়ী বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সৃজিত উপকূলীয় বন, শালবন, জলাভূমির বন ইত্যাদি।

৩.২ ভিশন

আধুনিক প্রযুক্তি ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে বন সম্প্রসারণ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ দারিদ্র বিমোচন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ।

৩.৩ বন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন :

৩.১ বন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০০৯-১০ হতে ২০২১-২২)

দেশের বনজ সম্পদের ঘাটতি পূরণ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর ইতোমধ্যেই ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এছাড়া বন ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনের জন্য সকল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কতিপয় কার্যক্রম ডিজিটাইজডকরণ এ কর্মসূচীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বন এলাকার পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় সরকারী এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন পতিত ও প্রান্তিক ভূমিতে জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ করে বনজ সম্পদ বৃদ্ধিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও জনগণের মধ্যে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা বিষয়ে গণসচেতনতার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বন অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে।

- ২০০৯-২০১০ হতে ২০২১-২২ আর্থিক সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচী, জলবায়ু ট্রাস্টফান্ডের প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় ম্যানগ্রোভ সহ মোট প্রায় ১,৯৩,৪৫৩ হেক্টর ব্লক, ২৮,৪৫৮ সিডলিং কি.মি. স্ট্রীপ বাগান সৃজন এবং বিক্রয় বিতরণ সহ সর্বমোট ১০৮৬.০০ লক্ষ চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়েছে।
- উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে উপকূলীয় সবুজ বেটনী সৃজন এবং সমুদ্র ও নদী মোহনা এলাকায় জেগে ওঠা নতুন চর স্থায়ী করণের লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ২০০৯-২০১০ হতে ২০২১-২২ আর্থিক সাল পর্যন্ত ৮০,৪০৩ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন করা হয়েছে।
- ২০০৯-২০১০ হতে ২০২০-২১ আর্থিক সাল পর্যন্ত বন অধিদপ্তর আওতায় ৩৮টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২২টি রক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ২৮টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় গঠিত কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটি এর সদস্য হিসাবে ১৬৯০ জনের মধ্যে ৩৮২ জন মহিলা সম্পৃক্ত আছে।
- সামাজিক বনায়নসহ দেশব্যাপী বনায়ন কার্যক্রম ও বৃক্ষরোপণের ফলে দেশে মোট বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- বন উজাড় ও অবক্ষয় রোধ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বায়ুমন্ডল হতে কার্বন অপসারণ বৃদ্ধিকল্পে Bangladesh National REDD+ Strategy এবং REDD+ ব্যবস্থাপনা কাঠামোসমূহের গঠন অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়াও বনায়ন কর্মসূচীতে জনগোষ্ঠী ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন সংক্রান্ত নিম্নলিখিত ৪টি নির্দেশিকা অনুমোদিত হয়েছে-

- ১) এডাপটেশন লার্নিং সেন্টার (এএলসি) পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা;
- ২) সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) আয় বিধায়ক তহবিল পরিচালনা নির্দেশিকা;
- ৩) কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার (সিআরসি) পরিচালনা ও নির্দেশিকা;
- ৪) মাটির কিল্লা বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা।

- সুন্দরবনে ২০১৫ ও ২০১৮ সালে ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে বাঘ জরিপের ফলাফল অনুযায়ী বাঘের সংখ্যা যথাক্রমে ১০৬টি এবং ১১৪টি। উল্লেখ্য সুন্দরবনে ব্যবস্থাপনা জোরদার করার ফলে জরিপের তুলনামূলক হিসাব অনুযায়ী ২০১৫ সালের তুলনায় সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা শতকরা ৭.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বাঘ সংরক্ষণের লক্ষ্যে Tiger Action Plan (২০১৮-২০২৭) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- হাতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে Bangladesh Elephant Conservation Action Plan (২০১৮-২০২৭) প্রণয়ন, দেশের অভ্যন্তরে হাতি চলাচলের পথ ও করিডোর বিষয়ক এটলাস প্রস্তুত এবং ট্রান্সবান্ডারি করিডোর চিহ্নিত করা হয়েছে এবং হাতি উপদ্রুত এলাকায় হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসণে ১২০টি এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। উক্ত টিমের মোট সদস্য সংখ্যা ১২০০ জন।
- ডলফিন সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে বিদ্যমান ছয়টি ডলফিন অভয়ারণ্যের সাথে সুন্দরবনে ডলফিনের হটস্পট গুলো চিহ্নিত করে নতুন তিনটি অভয়ারণ্য সহ মোট নয়টি ডলফিন অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে। সুন্দরবনে ডলফিন সংরক্ষণের জন্য জনগণকে সম্পৃক্ত করে ৭টি ডলফিন সংরক্ষণ দল গঠন এবং ১,০০০টি জেলে পরিবারকে ৩৯,০০০ টাকার সমপরিমাণ আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং নিম্নলিখিত ৪টি গাইডলাইন/পরিকল্পনা দলিল অনুমোদন করা হয়েছে:
 - ১) ডলফিন সংরক্ষণ দলের জন্য তহবিল ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা;
 - ২) ডলফিন কনজারভেশন একশন প্ল্যান;
 - ৩) ডলফিন এ্যাটলাস অব বাংলাদেশ;
 - ৪) ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ফর দি গ্যাঞ্জেস রিভার ডলফিন অব হালদা রিভার।
- বাংলাদেশে ‘মহাবিপ্লব’ বাংলা শকুন সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২টি শকুন নিরাপদ এলাকা ঘোষণা এবং দেশব্যাপী শকুনের জন্য ক্ষতিকারক ওষুধ ‘ডাইক্লোফেনাক’ এবং ক্রিটোপ্রোফেনের উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- বাঘ, হাতি ও কুমিরের আক্রমণে নিহত বা আহত মানুষের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রণীত “বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা-২০২১” অনুযায়ী ২০১০-২০১১ হতে অদ্যাবধি বন্যপ্রাণীর আক্রমণে নিহত/পঞ্জু/ঘরবাড়ি ফসলাদি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ১,২৮৭ জনকে প্রায় ৫১,০১,৩,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর জন্মশত বার্ষিকী তথা মুজিব বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সারা দেশে জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে এক কোটি বৃক্ষের চারা বিতরণ ও রোপন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিগত ১৬ জুলাই, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে উক্ত কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে দেশের প্রতিটি উপজেলায় ২০,৩২৫টি করে বনজ, ওষধি ও ফলদ বৃক্ষের চারা জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।
- বৃক্ষরোপণে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য বৃক্ষরোপণে “প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার” এবং প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী ব্যক্তি ও সংস্থাকে “বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন” প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

৩.২ বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট এর ২০২১-২২ অর্থবছরের অর্জন

- বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের অধীনে ২০১২ সালে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট গঠন করা হয়। সূচনালগ্ন হতেই সারাদেশে বন্যপ্রাণী ও ট্রফি উদ্ধার, উদ্ধারের পর বন্য এবং অনুকূল আবাসস্থলে বন্যপ্রাণী মুক্ত, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট-এর সহায়তায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর ট্রফি উদ্ধার, গোয়েন্দা নেটওয়ার্কিং-উৎস সৃষ্টি ও ডোটাবেস তৈরি, বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতা বজায় রাখা, ই-মেইল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধের তথ্য সংগ্রহ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই ইউনিট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
- এরই ধারাবাহিকতায় বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৫৬ টি প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ উদ্ধার/অভিযানের মাধ্যমে পাচার/বিক্রিকে মোট ২৭৫৩ টি বন্যপ্রাণী উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধের দায়ে ৪২ জন আসামীর বিরুদ্ধে ১৫ টি মামলা (পিওআর-০৬ টি, মোবাইল কোর্ট-০৫ টি এবং থানায় ০৪ টি) দায়ের করা হয়।

- ২০২১-২২ অর্থ বছরে সাতক্ষীরার মোজাফফর গার্ডেন, শ্রীমঞ্জলে অবস্থিত সীতেশ বাবুর চিড়িয়াখানা, গাজীপুরের গ্রীন ভিউ এন্ড গলফ রিসোর্ট এবং সারা রিসোর্ট এ অভিযান পরিচালনা করে বেশ কিছু বিলুপ্ত প্রজাতির বন্যপ্রাণী উদ্ধার করা হয়। মিনি চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ সম্পর্কে অবগত না থাকায় স্বেচ্ছায় WCCU এর কাছে বন্যপ্রাণীগুলি হস্তান্তর করে এবং WCCU এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সহযোগিতা করবে বলে অঙ্গীকার করে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে বন্যপ্রাণী অপরাধ ও ফরেনসিক বিষয়ক সর্বমোট ১১ টি (ঢাকাতে ০৩ টি, নেত্রকোনায় ০১ টি, সাতক্ষীরাতে ০১ টি, বরগুণাতে ০২ টি, বাগেরহাটে ০১ টি, ঠাকুরগাঁওয়ে ০১ টি, মংলাতে ০১ টি এবং কুড়িগ্রামে ০১ টি) প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ঢাকা, বগুড়া, নওগাঁ, পাবনা, রাজশাহী, নাটোর, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, যশোর, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, ঝিনাইদাহ ও নেত্রকোনা জেলার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে ৩৩০ জন অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজ উদ্যোগে যার যার এলাকায় নতুন নতুন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরির মাধ্যমে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।
- এছাড়া ২০২১-২২ অর্থবছরে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক বন্যপ্রাণী বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা করা হয় ১৬৮ টি, অনলাইন সভা করা হয় ২১৬ টি এবং বন্যপ্রাণী বিষয়ক সচেতনতামূলক লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট ও স্টিকার বিতরণ করা হয় সর্বমোট ৪০০১০ টি।

৩.৩ উপকূলীয় বনায়নে অর্জিত সাফল্য

বাংলাদেশ বিশ্বে সর্বপ্রথম উপকূলীয় চরাঞ্চলে সফল বনায়নকারী দেশ। বন বিভাগ ঘাটের দশক থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা চরে বনায়ন শুরু করেছে। উপকূলীয় চরে বনায়ন প্রক্রিয়ায় বনজ সম্পদ সৃষ্টির পাশাপাশি উপকূলবাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা করেছে এবং সাগর থেকে ভূমি জেগে ওঠাসহ দৃঢ় করণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এবং এর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসে ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধে সবুজ বেষ্টিনী হিসেবে কাজ করেছে; সেই সাথে দেশে কার্বন মজুদ বৃদ্ধি পেয়েছে। উপকূলীয় বনায়ন বন্যপ্রাণীর অভয়াশ্রম ও মৎস্যসমূহের প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

- ❖ বনায়নের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর থেকে ১ হাজার ৬৮০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ভূমি দেশের মূল ভূ-খন্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে।
- ❖ উপকূলীয় চরাঞ্চলে এ যাবৎ ২ হাজার ২৭৬.৭ বর্গ কি.মি. চর বনায়ন করা হয়েছে, যা উপকূলবাসীকে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙ্গন-এর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা করে আসছে।
- ❖ উপকূলীয় চর বনায়নের প্রভাবে উপকূলীয় বনের ভূমি স্থায়িত্ব অর্জন করায় উপকূলের ১ লক্ষ ১২ হাজার ৬৩ একর জমি শস্য উৎপাদনের লক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৪ সামাজিক বনায়নে অর্জিত সাফল্য

- ▶ সামাজিক বনায়নের আওতায় ১৯৮১-১৯৮২ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ২ হাজার ৩৩৯.২৮ হেক্টর ব্লক/উডলট এবং ৭৬ হাজার ৬৫২.৭৬ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বন অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে ৭৫০০ হেক্টর ব্লক বাগান ও ১০০০ সিডলিং কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে; যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ▶ সৃজিত বাগানে ৭ লক্ষ ২৬ হাজার ৬৫৪ জন উপকারভোগী সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৬৫ জন।
- ▶ সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃজিত বাগান সমূহ হতে মোট ৪৮ হাজার ২৯৭ হেক্টর ব্লক/উডলট এবং ২১ হাজার ৫৫৭ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান কর্তন করা হয়েছে। যার বিক্রয় মূল্য মোট ১৪৬৫ কোটি ৯৭ লক্ষ ৫২ হাজার ১৫৭ টাকা মাত্র।
- ▶ এযাবৎ ২ লক্ষ ২২ হাজার ৯৯৪ জন উপকারভোগীর মাঝে মোট ৪১১ কোটি ৫২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯০১ টাকা মাত্র বিতরণ করা হয়েছে।

- ▶ ২০২০-২১ অর্থ বছর পর্যন্ত পুনঃবনায়ন কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত বৃক্ষরোপণ তহবিলে (টিএফএফ) মোট ১১৩ কোটি ১৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৭৯৯ টাকা জমা করা হয়েছে।
- ▶ এয়াবৎ সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সরকারের অর্জিত রাজস্ব আয়ের পরিমাণ মোট ৫৪০ কোটি ১৮ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯৩৮ টাকা মাত্র।
- ▶ ভূমি মালিক ও ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ মোট ২১৯ কোটি ২৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ২৪৮ টাকা মাত্র।

৩.৫ বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অর্জিত সাফল্য

- প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ৫১ টি এলাকাকে রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে; সম্প্রতি হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ ও করিডোরের মাধ্যমে বন্য হাতির নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে “Feasibility Study of Transboundary Wildlife Corridor in Chattogram, Chattogram Hill Tracts and Cox’s Bazar with Myanmar and India” শীর্ষক সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে;
- বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়িত “বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প” এর আওতায় কাপ্তাই অঞ্চলে ৮ কিলোমিটার ও শেরপুর জেলার বালিজুড়ি এলাকায় ২ কিলোমিটার বৈদ্যুতিক বেড়া বা সোলার ফেন্সিং স্থাপন করা হয়েছে; ২০২১ সালের ৩ মার্চ সুন্দরবনে বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বন অধিদপ্তরের নিকট ডোন হস্তান্তর করা হয়েছে;
- দেশের জীববৈচিত্র্য, পাখি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এয়ারগান নিষিদ্ধ করে গেজেট করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে; মহাবিপন্ন বাংলা শকুন রক্ষার্থে ২০২১ সাল থেকে সারা দেশে কিটোপ্রোফেনের উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে;
- বৃক্ষচারী মহাবিপন্ন প্রজাতি উল্লুক সংরক্ষণে তাদের চলাচলের জন্য সাতছড়ি ও লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে Canopy Walkway/ Bridge তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- নিষিদ্ধ হাঙর ও রে মাছ ধরা ও বাণিজ্য বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা, জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে; বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর তফসিলসমূহে বাংলাদেশে প্রাপ্ত নতুন প্রজাতির হাঙর ও রে অন্তর্ভুক্ত করে ২০২১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি হয়; মানুষ ও বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে “বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প” এর আওতায় হাতি সমৃদ্ধ বনাঞ্চলে হাতির খাদ্য উপযোগী বাগান ও ANR (Assisted Natural Regeneration) সৃজন করা হয়েছে;
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জান-মালের ক্ষতিপূরণ প্রদান বাবদ ১৩০.৭২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে; প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সম্মানিত এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে “Bangabandhu Award for Wildlife

Conservation’’ পদক প্রদান সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক পরিচালনা করা হচ্ছে, ২০১০ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত ৩টি ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ৩৭ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে;

- বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য এ সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি দেশব্যাপি নানাবিধ সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

৪. বন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলিঃ

৪(১) প্রশাসনিক

৪.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়					
অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	১০,৪৯২টি	৬,৯৮৯	৩,৫০৩ টি		
মোট					

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

৪.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৮
১	৯	১১৬	৩৮১	২৩১১	৬৮৫	৩,৫০৩

৪.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা

১। প্রধান বন সংরক্ষক - ০১ টি (০১টি পদ চলতি দায়িত্বে পূরণকৃত)

৪.৪ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩	১৪৪	১৫৭	৩৮	১৪৩	১৮১	-

৪.৫ অডিট আপত্তি

(১) অডিট আপত্তি (অনুন্নয়নখাত)

১.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

(টাকার অংক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ সমূহের নাম	অডিট আপত্তি (১ লা জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	বন অধিদপ্তর	প্রাঃ (৪৩৯)	২৫৯.২৫	৯৮	৭৬	৩০.৩৩	৪৬১	৩৩১.৫৯
		(৯৮)	১০২.৬৭					
		সর্বমোট=	৫৩৭				৪৬১	৩৩১.৫৯

(২) অডিট আপত্তি(উন্নয়নখাত)

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি (১ লা জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত)		অনিষ্পত্ত অডিট আপত্তি (১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত)	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	বন অধিদপ্তর	১৬৪	২৩.৮৫	১৪০	৪০	৫.৬০	১২৪	১৮.২৫

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর /বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেস সমূহের তালিকা - প্রযোজ্য নয়।

(৫) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২১-২২) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূত ও রুজুকৃত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
২৯৭	১	৫৮	৬৩	১২২	১৭৫

(৬) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১ ৬ ৮৮	১৯	-	১৫৭৯	১৬৫৯

(৭) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৭.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই, ২০২১ থেকে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
১০৯ টি	১৭৮৬ জন

৭.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০২১-২০২২) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনাঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির এর আওতায় ২০২১-২০২২ আবশ্যিক বিষয়ঃ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা-২০ জন, আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ-৬০ জন, শিষ্টাচার, শুদ্ধাচার, পরিচ্ছন্নতাসহ দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ-২২ জন, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা-৩০ জন, ওরিয়েন্টেশন কোর্স-২১, ইএফটি প্রশিক্ষণ-১১৯, জিপিএস, স্মার্ট প্রট্রোলিং-২০, Advance Training on Smart Patrolling-২৫ জন, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ-৩০ জন, বেসিক ফরেন্সি কোর্স-২৪ জন, বন্যপ্রাণী আবাসস্থল ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক-৩০ জন, Strategic Environmental Assessment (SEA) of South West Region of Bangladesh for Conseving Outstanding Universal Value of the Sundarban-৭জন, বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার” সংক্রান্ত নীতিমালা এবং পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই-এ সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ-১২ জন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর আওতায় ২০২১-২০২২ আবশ্যিক বিষয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্রশিক্ষণ-২২ জন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির এর আওতায় ২০২১-২০২২ আবশ্যিক বিষয়ঃ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্রশিক্ষণ-২১ জন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ এর আওতায় বন কর্মচারীদের শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ-১৫ জন, বন্যপ্রাণী অপরাধ উদ্ঘাটন এবং তদন্ত পদ্ধতি সংক্রান্ত বিশেষ কোর্স-৩০ জন, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ২য় ব্যাচ ৩০ জন, অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন- ২১ জন, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ৩য় ব্যাচ-৩০ জন, আধুনিক নার্সারী ও বাগান সৃজনের কলা-কৌশল-২৫ জন, বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি APAMS সফটওয়্যারে দাখিল করার কাজ সম্পাদন-১৯ জন, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা শীর্ষক প্রশিক্ষণ-৭ জন, বন

অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ-৪০ জন, তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ-১৫ জন, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচারের প্রয়োজনীয়তা-১২ জন, দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ-১২ জন, বন আইন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন এবং জাতীয় শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ-১৮ জন, ফরেস্ট গার্ডদের জন্য ফরেস্ট সার্ভেইং, বন ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালাসমূহ এবং জিপিএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ-২০ জন, এসএসপি ডাসবোর্ড পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ-১৫ জন, বন আইন, বন্যপ্রাণী আইন, সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ও রক্ষিত এলাকা বিধিমালা-৫০ জন, আধুনিক নার্সারী ও বাগান সৃজনের কলা-কৌশল ২য় ব্যাচ-২৫ জন, বন আইন, বন্যপ্রাণী আইন, সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ও রক্ষিত এলাকা বিধিমালা ইত্যাদি-৪৯ জন, অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ-২১ জন, জিপিএস ও স্মার্ট প্রেট্রোলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ-২০ জন, এফজিদের জন্য ফরেস্ট সার্ভেইং, বন ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালাসমূহ এবং জিপিএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ-২০ জন, বন আইন, স্বাস্থ্যসেবা, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ-৪২ জন, পরিবেশ বান্ধব ইকোটুরিজম ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ-১৫ জন, পরিবেশ বান্ধব ইকোটুরিজম ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক ট্রেনিং-১৫ জন, Taining of Trainers (ToT) on Forest Restoration and Collaborative Forest Management- ২০ জন, Training of Trainers (ToT) on Forest Restoration and Collaborative Forest Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ- ২০ জন, বন বিশ্রামাগারে আইন ও প্রশাসনিক বিধিবিধান-১৫ জন, E-Tendering বিষয়ক প্রশিক্ষণ-১৮ জন, নার্সারী উত্তোলন এবং বাগান সৃজন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (রিফ্রেশারস কোর্স)-২০, শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ-২০ জন, Foresters Refreshers Course on Forest and Wildlife Managements and related acts & Rules-২০ জন, Foresters Refreshers Course on Forest and Wildlife Managements and related acts & Rules -২০ জন, সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ক ট্রানজিট বুল ও আন্তর্জাতিক কাঠ ব্যবসা সংক্রান্ত লার্নিং সেশন প্রশিক্ষণ-১২ জন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়ন হিসেবে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ-১৮ জন। সর্বমোটঃ ১৩২৪ জন।

৭.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে কর্মকর্তা/কর্মচারী মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

৭.৪ মন্ত্রণালয়ে অন দ্যা জব (OJT) এর ব্যবস্থা আছে কি না; না থাকলে অন দ্যা জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কিনাঃ ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, সিলেট ও রাজশাহীতে অন দ্যা জব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সেখানে ফরেস্টারগণ ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ফরেস্ট্রি (ইন) সার্ভিস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। বর্তমানে বন অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ উপযোগী ফরেস্টার না থাকায় সেখানে ইন সার্ভিস প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্ভব হচ্ছে না। তবে ফরেস্টার, বন প্রহরী, বাগানমালী ও ওয়াচারদের জন্য স্বল্পমেয়াদী নানাবিধ প্রশিক্ষণ আয়োজন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

৭.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (০১ জুলাই, ২০২১ থেকে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যাঃ

উক্ত সময়কালে ২১ (একুশ) জন কর্মকর্তা আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, সেমিনার, এক্সপোজার ভিজিট ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের জন্য বৈদেশিক সফরে গমন করেছেন। ১। বিষয়ঃ Bangladesh Delegation for participations in the conference of the parties (COP-26), দেশঃ Glasgow, United Kingdom, তারিখঃ ০৪-১২ নভেম্বর ২০২১খ্রিঃ। ২। বিষয়ঃ Validation of Agar Plantation Report দেশঃ Malaysia, তারিখঃ ২০-২২ জুন, ২০২২খ্রিঃ। ৩। বিষয়ঃ Climate and Biodiversity Theme Week at the World Expo-2020 Dubai, দেশঃ Dubai, The United Arab Emirates, তারিখঃ ০৩-০৯ অক্টোবর ২০২১খ্রিঃ। ৪। বিষয়ঃ Fifth session of the United Nations Environment Assembly (UNEA 5.2) and the special session of the assembly to commemorate the 50th anniversary of the UNEP. দেশঃ Nairobi, Kenya. তারিখঃ ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ ২০২২ খ্রিঃ। ৫। বিষয়ঃ TCB Study Tour on Forest and Landscape Restoration, দেশঃ South Korea তারিখঃ ২৩-২৭ মে ২০২২খ্রিঃ। ৬। বিষয়ঃ TCB Study Tour on Forest and Landscape Restoration, দেশঃ South Korea তারিখঃ ২৩-২৭ মে ২০২২খ্রিঃ। ৭। বিষয়ঃ 2nd Asia Parks Congress, দেশঃ Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, তারিখঃ ২৩-২৭ মে ২০২২খ্রিঃ। ৮। বিষয়ঃ 2nd Asia Parks Congress, দেশঃ Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, তারিখঃ ২৩-২৭ মে ২০২২খ্রিঃ। ৯। বিষয়ঃ

XV World Forestry Congress, দেশঃ দক্ষিণ কোরিয়া, সিউল, তারিখঃ ২-৬ মে ২০২২খ্রিঃ। ১০। বিষয়ঃ XV World Forestry Congress, দেশঃ দক্ষিণ কোরিয়া, সিউল, তারিখঃ ২-৬ মে ২০২২খ্রিঃ। ১১। বিষয়ঃ Standard Enforcement Training (SET) on Wildlife Crime দেশঃ Kathmandu, Nepal, তারিখঃ ২৩-২৭ মে ২০২২খ্রিঃ। ১২। বিষয়ঃ Validation of Agar Plantation Report দেশঃ Malaysia, তারিখঃ ২০-২২ জুন, ২০২২খ্রিঃ। ১৩। বিষয়ঃ Standard Enforcement Training (SET) on Wildlife Crime দেশঃ Kathmandu, Nepal, তারিখঃ ২৩-২৭ মে ২০২২খ্রিঃ। ১৪। বিষয়ঃ Standard Enforcement Training (SET) on Wildlife Crime দেশঃ Kathmandu, Nepal, তারিখঃ ২৩-২৭ মে ২০২২খ্রিঃ। ১৫। বিষয়ঃ Collaborative Forest Management (CFM) for Sustainable Landscape Restoration, দেশঃ থাইল্যান্ড, তারিখঃ ৮ মে হতে ৬ আগস্ট ২০২২খ্রিঃ। ১৬। বিষয়ঃ Collaborative Forest Management (CFM) for Sustainable Landscape Restoration, দেশঃ থাইল্যান্ড, তারিখঃ ৮ মে হতে ৬ আগস্ট ২০২২খ্রিঃ। ১৭। বিষয়ঃ Collaborative Forest Management (CFM) for Sustainable Landscape Restoration, দেশঃ থাইল্যান্ড, তারিখঃ ৮ মে হতে ৬ আগস্ট ২০২২খ্রিঃ। ১৮। বিষয়ঃ Collaborative Forest Management (CFM) for Sustainable Landscape Restoration, দেশঃ থাইল্যান্ড, তারিখঃ ৮ মে হতে ৬ আগস্ট ২০২২খ্রিঃ। ১৯। বিষয়ঃ Collaborative Forest Management (CFM) for Sustainable Landscape Restoration, দেশঃ থাইল্যান্ড, তারিখঃ ৮ মে হতে ৬ আগস্ট ২০২২খ্রিঃ। ২০। বিষয়ঃ Collaborative Forest Management (CFM) for Sustainable Landscape Restoration, দেশঃ থাইল্যান্ড, তারিখঃ ৮ মে হতে ৬ আগস্ট ২০২২খ্রিঃ। ২১। বিষয়ঃ Collaborative Forest Management (CFM) for Sustainable Landscape Restoration, দেশঃ থাইল্যান্ড, তারিখঃ ৮ মে হতে ৬ আগস্ট ২০২২খ্রিঃ।

৮. সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই, ২০২১ থেকে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৮টি	২৮৫ জন

৯. তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অত্র ইউনিটের তথ্যাদিঃ ডেস্কটপ কম্পিউটার ০৫টি ল্যাপটপ ০৩টি	আছে	আছে	নাই	৫	৩

১।	বন অধিদপ্তরের রিমস্ ইউনিট এবং University of Maryland (UMD), USA যৌথভাবে বাংলাদেশের Tree Cover Monitoring ২০০০-২০১৪ সমাপ্ত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে ২০১৪ সালে বাংলাদেশের Tree Cover ২২.৩৭% পাওয়া যায়। রিমস্ ইউনিট এ বছর থেকে পুনরায় ২০১৪ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত Tree Cover Monitoring এর কাজ শুরু করেছে, যার প্রায় অর্ধেক সমাপ্ত হয়েছে।
----	---

২।	Google Earth Engine প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ICIMOD নেপালের সহযোগিতায় রিমস্ ইউনিট কর্তৃক বাংলাদেশের Land Cover Map প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে, যা প্রায় অর্ধেক সমাপ্তকৃত হয়েছে।
৩।	SDG সূচক ১৪.২.১ এবং ১৪.৫.১ এর জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বন অধিদপ্তরের রিমস্ ইউনিট হতে মেটাডাটা প্রস্তুত করা হয়েছে।
৪।	সুফল প্রকল্পের অধীনে SSP(Site specific Planning) ওয়েব ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম তৈরীর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বন বিভাগ সমূহ কর্তৃক এই প্ল্যাটফর্মের ড্যাশবোর্ড সমূহ হালনাগাদ করা হচ্ছে।
৫।	বন অধিদপ্তরের সুন্দরন পূর্ব ও পশ্চিম বন বিভাগ, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, সিলেট ও চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের জন্য ড্রোন ক্রয় করা হয়েছে এবং এ সকল বন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে ড্রোন পরিচালনার বিষয়ে রিমস্ ইউনিট কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বন বিভাগ সমূহ ড্রোন ব্যবহার করে নিয়মিতভাবে বন পর্যবেক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

(১০) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ
(টাকার অংকসমূহ কোটি টাকায়)

		২০২০ - ২০২১		২০২১- ২০২২		হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	-	-	-	-	-	-
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	১৪৬০২৫৫০০০০	১২৩২৮৭২০০০	৯৩৮৫২৫০০০	৮৭৮৪১৬০০০	২৩৯৮৮০০০০	২১১১২৮৮০০০
উদ্ধৃত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)		-	-	-	-	-	-
লভ্যাংশ হিসাব		-	-	-	-	-	-

(১১) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

১১.১ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অনুমোদনের জন্য যে সকল আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- ১। বন আইন, ২০২১
- ২। বন সংরক্ষণ আইন, ২০২২

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অনুমোদনের জন্য যে সকল বিধিমালা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- ১। কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২
- ২। বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন (সংশোধিত) নীতিমালা, ২০২১

১১.২ সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ২০২১-২০২২ আর্থিক সালের হালনাগাদ তথ্যাদি

সৃজিত বাগান (২০২১-২০২২ সন)	রুক/উডলট – ১০৫৩.৭৫ হেক্টর এবং স্ট্রীপ বাগান – ১৫৯৫ কিলোমিটার।
উপকারভোগীর সংখ্যা (সৃজিত বাগানে সম্পৃক্ত)	পুরুষ -১৪৫০৮ জন ও মহিলা – ৮১২২ জন; সর্বমোট = ২২৫৫১ জন।
কর্তিত বাগান (২০২১ -২০২২ সন)	রুক/উডলট – ১৫২৩.৯৯ হেক্টর এবং স্ট্রীপ বাগান – ২০৩৮ কিলোমিটার।
TFF এর অর্থায়নে পুনঃ বনায়ন (২০২১-২০২২সন)	রুক/উডলট – ১১৩০.৩৭ হেক্টর এবং স্ট্রীপ বাগান – ৩১১.৫০ কিলোমিটার।
মোট বিক্রয় মূল্য	১১৮,১৪,৭৭,২৬৮ টাকা।
উপারভোগীর সংখ্যা (কর্তিত বাগানে সম্পৃক্ত)	পুরুষ - ৪৩৩৯ জন ও মহিলা – ১২৬৪ জন ; সর্বমোট = ৫৬০৩ জন।

উপারভোগীর লভ্যাংশ	১৪৪,৪২,০৯,৮৭৩ টাকা (প্রদান)।
ট্রি ফার্মিং ফান্ড (টিএফএফ)	২১,৮৬,৭০,০৪৪ টাকা (প্রদান)।
রাজস্ব আয়	২৭,৮১,৫৪,৬৭৭ টাকা (সরকারি কোষাগারে জমাকৃত)।
ভূমি মালিক প্রতিষ্ঠান /সংস্থার লভ্যাংশ	১৪,৫৪,৪০,৭৭৭ টাকা (প্রদান)।
ইউনিয়ন পরিষদ এর লভ্যাংশ	৫,৩৩,২৮,২৫০ টাকা (প্রদান)।
অন্যান্য সংস্থার লভ্যাংশ	৮৭,১৭,২২২ টাকা (প্রদান)।

১১.৩ বন অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর পূর্ণবিন্যাস

২০২১-২২ অর্থ-বছরে বন অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর পূর্ণবিন্যাস করে ১৭৩৫০ (সতের হাজার তিনশত পঞ্চাশ) জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে

১২) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত (বাস্তবায়ন পরিবক্ষীণ ও মূল্যায়ন বিভাগের জন্য)

১২.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই, ২০২১ থেকে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
২২টি	৪২২.৫৭	৮৮.৯২%	১১টি

১২.২ প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
১) Feasibility Study for Infrastructural Development	১) জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের মাস্টার প্ল্যান হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়ন সংরক্ষণসহ অত্যাৱশ্যকীয় অবকাঠামো সংস্কার/উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮ হইতে জুন ২০২২)		

and Renovation Works of Existing Structure of Forest Department (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	২) Strategic Environmental Assessment (SEA) of South West Region of Bangladesh for Conserving outstanding Universal values of the Sundarbans (1 st revised) (অক্টোবর ২০১৯ হতে জুন ২০২২)		
২) সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রকল্প-২য় পর্যায় (এসএমপি-২) (মে, ২০১৯ হতে এপ্রিল, ২০২২)	৩) ফিজিবিলিটি স্টাডি অব ট্রান্সবাউন্ডারী ওয়াইল্ডলাইফ করিডোর ইন চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এন্ড কক্সবাজার উইথ মায়ানমার এন্ড ইন্ডিয়া (জুলাই ২০২০ হইতে ডিসেম্বর ২০২১)		
	৪) প্রিপারেশন অব মাস্টার প্ল্যান এ্যান্ড ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর এস্টাব্লিশমেন্ট অব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, মৌলভীবাজার। (জুলাই ২০২০ হইতে ডিসেম্বর ২০২১)		
	৫) ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ইনস্টলিং এন্ড অপারেটিং ক্যাবল কার এন্ড প্রিপারেশন অব মাস্টার প্ল্যান ফর মাধবকুন্ড ইকো-পার্ক। (জুলাই ২০২০ হইতে জুন ২০২২)		

(১৩) অবকাঠামো উন্নয়ন (অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে (২০২০-২১) বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে (২০২১-২২) লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি)

অর্থনৈতিক কোড	খাতের বিবরণ	বরাদ্দকৃত অর্থ লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়িত অর্থ	অগ্রগতি
৩২৫৮১০৭	অফিস ভবন	৫.০০/-	৫.০০/-	জুন ২০২১
৩২৫৮১০৬	বাস ভবন	৩.৫০/-	৩.৫০/-	জুন ২০২১
	মোট =	৮.৫০/-	৮.৫০/-	

১৪ বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম

বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর পরিচিতিঃ

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা, রক্ষিত এলাকা ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকা সংরক্ষণ, আইন প্রণয়ন ও এর সঠিক প্রয়োগের লক্ষ্যে সৃষ্ট বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর অধীন এ অঞ্চলের কার্যক্রমসহ ৭টি বিভাগ যথা: বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, ঢাকা; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, খুলনা; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, চট্টগ্রাম; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, মৌলভীবাজার; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, হবিগঞ্জ; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, শেরপুর ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, রাজশাহী; এবং জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, ঢাকা এর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এছাড়াও বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়িত “বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প” এর আওতায় বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট, ঢাকা ও শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুর এর সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সরকার কর্তৃক ৫১ টি রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে এবং উক্ত রক্ষিত এলাকাসমূহে বন্যপ্রাণী শিকার, হত্যা, ধরা বন্ধ করা সহ তাদের অবাধ বিচরণ ও প্রজননের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- সম্প্রতি হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ ও করিডোরের মাধ্যমে বন্য হাতির নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে “Feasibility Study of Transboundary Wildlife Corridor in Chattogram, Chattogram Hill Tracts and Cox’s Bazar with Myanmar and India” শীর্ষক সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।
- বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়িত “বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প” এর আওতায় কাপ্তাই অঞ্চলে ৮ কিলোমিটার ও শেরপুর জেলার বালিজুড়ি এলাকায় ২ কিলোমিটার বৈদ্যুতিক বেড়া বা সোলার ফেন্সিং স্থাপন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- Smart (Spatial Monitoring and Reporting tool) টহল পদ্ধতির মাধ্যমে বাঘ-হরিণ সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর শিকার, পাচার ও নিধন বন্ধ চলমান আছে। এছাড়া বাঘ সংরক্ষণে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সুন্দরবন ও বাঘ সংরক্ষণের জন্য বন অধিদপ্তর এর কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- শেরপুর-জামালপুরের সীমান্তবর্তী হাতি উপদ্রুত এলাকায় Bio-fencing ও সৌরশক্তি চালিত বৈদ্যুতিক বেড়া নির্মাণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীসহ বন্যপ্রাণী রক্ষায় নিয়োজিত সেচ্ছাসেবক সংগঠনের সদস্যদের প্রদান করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য এ সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি দেশব্যাপি নানাবিধ সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- বন্যপ্রাণী উদ্ধার, বন্যপ্রাণী বিষয়ক গবেষণা ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল রক্ষায় বিভিন্ন সেচ্ছাসেবক সংগঠনের সদস্যরা বন অধিদপ্তরের সদস্যদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে দেশব্যাপী সেচ্ছাসেবী সংগঠনদের কার্যক্রমকে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিয়োজিত বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের প্রশিক্ষণও প্রদান করা হচ্ছে।
- সুন্দরবনে কর্মরত মাঠপর্যায়ের বনকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝড় জলোচ্ছাস, লোনাপানি, জলদস্যু, বনদস্যুর সাথে সংগ্রাম করে সুন্দরবন ও সুন্দরবনের বাঘ রক্ষা করে যাচ্ছে। তাদের ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে সরকার ৩০% ঝুঁকিভাতা প্রদান করছে।
- ২০২১ সালের ৩ মার্চ সুন্দরবনে বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বন অধিদপ্তরের নিকট ডোন হস্তান্তর করা হয়েছে। সুন্দরবন ব্যবস্থাপনার জন্য ইকোলজিক্যাল মনিটরিং এবং SMART Patrolling এর কাজে ডোন ব্যবহারের জন্য ১২ জন বনকর্মী ফরেষ্টার/ফরেষ্ট গার্ড-কে ডোন পরিচালনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষার্থীদের ৪টি ডোন সরবরাহ করা হয়েছে। ডোন প্রযুক্তির মাধ্যমে সুন্দরবনের মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে নতুন দিগন্তের সূচনা হবে।
- “বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প” এর আওতায় হাতি সমৃদ্ধ বনাঞ্চলে হাতির খাদ্য উপযোগী বাগান ও ANR (Assisted Natural Regeneration) সৃজন করা হচ্ছে।
- মহাবিপন্ন বড় কাইট্রা কাছিম সংরক্ষণের জন্য বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর উদ্যোগে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন, অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা চিড়িয়াখানা এবং Turtle Survival Alliance (TSA) এর সহযোগিতায় Long-term Conservation of the Northern River Terrapin (*Batagur baska*) in Bangladesh কার্যক্রমের আওতায় বড় কাইট্রা সংরক্ষণের জন্য নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অদ্যাবধি সুন্দরবনের করমজল এবং ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের কাছিম প্রজনন কেন্দ্র দুইটিতে ৪৫৫ টি বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে যা পর্যায়ক্রমে

প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রজনন কেন্দ্র দুইটিতে মোট ১১টি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী কাছিম রয়েছে। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির স্যাটেলাইট ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমেও এদের সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, কাছিমের প্রজননভূমি চিহ্নিতকরণ, অবৈধ শিকার ও বাণিজ্য বন্ধে জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- রাজস্ব খাতের আওতায় Installation of artificial canopy bridges over the highway and rail line and its impact on movement of Hoolock Gibbon including other primates in Lawachara National Park in Northeast of Bangladesh; Bird Colonies, digital mapping and awareness program on bird conservation of North Bengal Bird colonies, Bangladesh এবং Establishment of indoor tortoise hatchling rearing & research facility and conduct studies on captive bred critically endangered tortoises in Bhawal National Park, Gazipur শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- বাঘ, হাতি, কুমির, ভালুক বা সাফারী পার্কে বিদ্যমান বন্যপ্রাণীর আক্রমণে নিহত বা আহত ব্যক্তিদের এবং ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর অধীন ২০২১ সালের ২৩ মার্চ “বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১” প্রণীত হয়েছে। উক্ত বিধিমালা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে।

বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১ মোতাবেক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ

অর্থ বছর	মোট ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রমণের সংখ্যা						বাড়িঘর ও ফসলের ক্ষতি	মোট প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ (লক্ষ টাকায়)
		বাঘ		হাতি		কুমির			
		পঙ্খু	নিহত	পঙ্খু	নিহত	পঙ্খু	নিহত		
২০২১-২০২২	৫০১	১	১	৩১	১৩	১	০	৪৫৪	১৩০.৭২৫

- দেশের জীববৈচিত্র্য, পাখি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এয়ারগান নিষিদ্ধ করে গেজেট করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ১৯৮১ সালে CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) সনদে স্বাক্ষর করে। CITES এর তিনটি পরিশিষ্টভুক্ত প্রাণী বা ট্রফি আমদানি, রপ্তানি ও পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে CITES এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর এর তত্ত্বাবধানে বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক CITES রিপোর্টিং এবং CITES পারমিট প্রদান সংক্রান্ত এ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গবেষণার অনুমতি প্রদান, বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে রক্ষিত বনাঞ্চল বা সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণা, বিদেশে নমুনা প্রেরণ, বিদেশী বন্যপ্রাণী আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়ে অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- নিষিদ্ধ হাঙর ও রে মাছ ধরা ও বাণিজ্য বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা, জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর তফসিলসমূহে বাংলাদেশে প্রাপ্ত নতুন প্রজাতির হাঙর ও রে অমর্ত্যভুক্তকরণের লক্ষ্যে সংশোধনী একটি তালিকা বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং পরবর্তীতে ২০২১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি হয়।

- মহাবিপন্ন এশিয়া শিলা কচ্ছপ এবং হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপ সংরক্ষণের জন্য বন অধিদপ্তর এবং Creative Conservation Alliance এর যৌথ উদ্যোগে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, গাজীপুর ১টি Turtle Conservation Breeding Center স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত Breeding Center এ ২০২১ সালে Captive Breeding এর মাধ্যমে এশিয়া শিলা কচ্ছপ এর ১১টি বাচ্চা পাওয়া গেছে। Captive Breeding এর মাধ্যমে ২০২১ সালে হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপের ১০টি বাচ্চা পাওয়া গেছে। Captive Breeding এর মাধ্যমে জন্ম নেয়া এশিয়া শিলা কচ্ছপ ও হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপ এর বাচ্চাগুলোকে পরবর্তীতে উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করা হচ্ছে। এছাড়া বিলুপ্তপ্রায় কাছিম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, কাছিমের প্রজননভূমি চিহ্নিতকরণ, অবৈধ শিকার ও বাণিজ্য বন্ধে জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি উক্ত Breeding Center এ প্রজননকৃত ১০টি এশিয়া শিলা কচ্ছপের বাচ্চা মাতামুহুরী সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবমুক্ত করা হয়।
- মহাবিপন্ন বড় কাইট্রা কাছিম সংরক্ষণের জন্য বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর উদ্যোগে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন, অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা চিড়িয়াখানা এবং Turtle Survival Alliance (TSA) এর সহযোগিতায় Long-term Conservation of the Northern River Terrapin (*Batagur baska*) in Bangladesh কার্যক্রমের আওতায় বড় কাইট্রা সংরক্ষণের জন্য নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অদ্যাবধি সুন্দরবনের করমজল এবং ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের কাছিম প্রজনন কেন্দ্র দুইটিতে ৪৫৫ টি বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে যা পর্যায়ক্রমে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রজনন কেন্দ্র দুইটিতে মোট ১১টি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী কাছিম রয়েছে। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির স্যাটেলাইট ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমেও এদের সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, কাছিমের প্রজননভূমি চিহ্নিতকরণ, অবৈধ শিকার ও বাণিজ্য বন্ধে জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- মহাবিপন্ন বাংলা শকুন রক্ষার্থে ২০২১ সাল থেকে সারা দেশে কিটোপ্রোফেনের উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- বন অধিদপ্তর সুন্দরবনের করমজলে অবস্থিত (১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত; ৮.০ একর) বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে কুমির এর কনজারভেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে সুন্দরবনে কুমির এর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়াস নিয়েছে। এই প্রজনন কেন্দ্রে লোনা পানির কুমিরের কৃত্রিম প্রজনন, লালন-পালন ও পরবর্তীতে প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পুকুরের পাড় হতে অরক্ষিত ডিম সংগ্রহ করে ইনকিউবেটরের মাধ্যমে ডিম ফুটিয়ে তা হতে বাচ্চার জন্ম দেয়া হয়। বাচ্চা লালন-পালন করার জন্য এখানে পেন রয়েছে। বিভিন্ন বয়সী কুমিরের জন্য আলাদা আলাদা পেন রয়েছে। কুমিরের বয়স যখন পাঁচ বছর হয় (কিংবা দৈর্ঘ্য ১.০ মিটার বা ততোধিক) তখন এগুলো সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার নদীতে অবমুক্ত করা হচ্ছে। বর্তমানে করমজলে বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে ৯৪টি কুমির রয়েছে যার মধ্যে ২টি বড় পুরুষ এবং ২টি বড় স্ত্রী কুমির রয়েছে। আর বাকিগুলো বাচ্চা কুমির। ১০০টি কুমির অদ্যাবধি প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিধিমালা ও নীতিমালা

- বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর অধীনে বাংলাদেশ কীকড়া রপ্তানি নীতিমালা, ১৯৯৮ অনুযায়ী বেসরকারিভাবে বাংলাদেশ থেকে কীকড়া ও কীকড়াজাত পণ্য রপ্তানির জন্য আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠান/খামার কর্তৃক প্রেরিত কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ রপ্তানির অনুমতি বা No Objection Certificate (NOC) প্রদান করা হয়।
- হরিণ ও হাতি লালন পালন বিধিমালা-২০১৭ অনুযায়ী বেসরকারিভাবে হরিণ ও হাতি লালন-পালনের জন্য আবেদনকারীদের লালন-পালনের স্থান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শন এবং কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
- বেসরকারিভাবে কুমিরের খামার স্থাপনের জন্য কুমির লালন-পালন বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী আবেদনকারীদের খামার বা খামারের স্থান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শন এবং কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
- বেসরকারিভাবে পোষা পাখির খামার স্থাপনের জন্য পোষা পাখি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০ আবেদনকারীদের খামার বা খামারের স্থান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শন এবং কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

১৬.টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বন অধিদপ্তর বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তা ও সরকারী অনুদানে ০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদে টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১,৫০,২৭২.১৭ লক্ষ টাকা। বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তা ১,৪৭,০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং জিওবি অনুদান ৩,২৭২.১৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি দেশের মোট ০৮ টি বিভাগের ২৮ টি জেলার ১৬৫ টি উপজেলায় বিস্তৃত। ২৬টি বন বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সহযোগীতা মূলক বন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, বন নির্ভর নগোষ্ঠীর বিদ্যমান বনের উপর নিভ্রশীলতা হ্রাস ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি টেকসই বন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে।

১৬.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

ক) মূল উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো-সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় বন নির্ভর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়-বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি।

খ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

- ১) প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ২) সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন;
- ৩) প্রকল্প এলাকার বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়-বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি, বন সম্প্রসারণ এবং বনের বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি; এবং
- ৪) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ এবং রিপোর্টিং।

প্রকল্পের কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপ চারটি অঙ্গের আওতায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছেঃ

অঙ্গ-১। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

- বন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক এবং পরিচালনা পদ্ধতি পর্যালোচনা, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রস্তাব এবং ফরেস্ট ম্যানুয়েল হালানাগাদ করণ;
- সহযোগীতামূলক বন ও রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, পরিচালনা ও নিরীক্ষণের জন্য প্রযুক্তি নির্ভর তথ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;
- ৭.৫ লক্ষ উন্নত চারা উত্তোলনের জন্য চট্টগ্রাম, গাজীপুর এবং যশোরের সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও ট্রেনিং সেন্টারে ৩টি টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠা;
- উন্নত পদ্ধতিতে চারা উত্তোলনে ২,০০০ নার্সারি মালিক এবং আধুনিক করাতকল ব্যবস্থাপনায় ১,০০০ করাতকল মালিক-কে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনা ও রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বন অধিদপ্তরের ১,১৫৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বন ও বন্যপ্রাণী বিষয়ের প্রযুক্তিগত ও ফলিত গবেষণার দ্বার উন্মোচন; এবং
- ২০ লক্ষ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে গণযোগাযোগ, জনসংযোগ কার্যক্রম এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন।

অঙ্গ-২। সহযোগিতামূলক বন এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণঃ

- বনায়নে স্থান-ভিত্তিক পরিকল্পনা (এসএসপি) প্রণয়নের মাধ্যমে বন পুনরুদ্ধার;
- চট্টগ্রাম (উত্তর ও দক্ষিণ), কক্সবাজার (উত্তর ও দক্ষিণ) এবং সিলেট বন বিভাগের নিমিত্ত সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, স্মার্ট পেট্রোলিং ও প্রতিবেশ সেবার মূল্য নির্ধারণ;
- ৫২,৭২০ হেক্টর অবক্ষয়িত ও বৃক্ষশূন্য পাহাড়ি ও সমতল বনভূমিতে বনাচ্ছাদন বৃদ্ধি;
- ২৪,৮৮০ হেক্টর উপকূলীয় চরে ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন;
- ২,৫০০ হেক্টর বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল এবং ১,৩৩০ হেক্টর বন্যপ্রাণীর করিডোর উন্নয়ন;
- সংকটাপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, উদ্ভিদের রেডলিস্টিং এবং আত্মসী প্রজাতির উদ্ভিদের নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুরের কার্যক্রম কার্যকর ও শক্তিশালীকরণ;
- মাঠ পর্যায়ের অফিস ও আবাসিক ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ।

অঙ্গ-৩। বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়-বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি ও বন সম্প্রসারণ

- বন ও রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ৬০০ গ্রামের ৪০,০০০টি বন নির্ভর পরিবারকে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্তকরণ;
- ৭টি এনজিও নিয়োগের মাধ্যমে ৬০০ গ্রামে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ;
- ১০,৮০০ জন সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- ৬৩.৫ লক্ষ চারা উত্তোলন ও বিতরণের মাধ্যমে বনের বাইরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি;
- ৩,৪৬০ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজন;
- ৪০ বছরে ৩৩.০ মিলিয়ন টন কার্বন মজুদ বৃদ্ধি।

অঙ্গ-৪। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ এবং রিপোর্টিং

- কম্পিউটার-ভিত্তিক হিসাব-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন;
- ৪০,০০০ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সদস্যের অনলাইন ডাটাবেজ তৈরি;
- বনায়ন পরিবীক্ষণে রিমোট সেন্সিং ইমেজ ব্যবহার।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সরকারি বন ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ বৃদ্ধিসহ অবক্ষয়িত বনাঞ্চল পুনরুদ্ধার, উপকূলীয় বনায়ন, বনের বাইরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি, রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন ও বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হবে। অধিকন্তু, বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসে বিকল্প জীবিকা কার্যক্রম ও জীবন-মান উন্নয়নে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা (Collaborative Forest Management) কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও শক্তিশালী করা হবে। প্রকল্প মেয়াদে দেশের ১৭ টি বন বিভাগে সংকটাপন্ন ও বিরল দেশীয় প্রজাতির চারা উত্তোলন, বনায়ন ও বিতরণ করা হবে; যা নিম্নোক্ত টেবিলে দেয়া হল।

টেবিলঃ সুফল প্রকল্পের বনায়নের লক্ষ্যমাত্রা

ক্রমিক নং	বনায়নের ধরণ	একক	মোট বনায়ন	চারার সংখ্যা
১।	রিফরেস্টেশন	হেক্টর	৫৪,৮৯০	৯৯৩.৪১
২।	এনটিএফপি আন্ডারপ্লান্টিং	হেক্টর	১,৬৩০	৩২.১৩
৩।	ম্যানগ্রোভ বনায়ন	হেক্টর	২১,০৮০	৯৩৬.৮০

৪।	গোলপাতা বনায়ন	সিডলিং কিমি	১,৩৩০	১৩.৩০
৫।	স্টিপ বনায়ন	সিডলিং কিমি	৩,৪৬০	৩৪.৬০
৬।	চারা বিতরন	লক্ষ চারা	৬৪	৬৩.৫০
		মোট		২০৭৩.৭৪

উল্লেখ্য যে, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১৮,৯১৯ হেক্টর বনায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং আরও ১৯,৮৭০ হেক্টর বনায়নের চারা নার্সারীতে উত্তোলিত হয়েছে যা ২০২০-২১ অর্থবছরে রোপিত হবে। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রারম্ভে সাইট স্পেসিফিক প্ল্যানিং (এসএসপি) প্রণয়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী ইতোমধ্যে এসএসপি প্রণয়নের গাইড লাইন প্রস্তুত ও মাঠ পর্যায়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ৭,৪১২ হেক্টর ও ১০০ সিডলিং কিলোমিটার এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ৫,৬৬৭ হেক্টর ও ২৮২ সিডলিং কিলোমিটার এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১,৬৫৫ হেক্টর বনাঞ্চলের জন্য এসএসপি প্রণয়ন করা হয়েছে। আরো ৩৫,০০০ হেক্টর এলাকায় এসএসপি কার্যক্রম সম্পাদন এবং ও,ডি,কে-ভিত্তিক অন-লাইন ড্যাসবোর্ড তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১,৯৮৭ জন বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলে, বন ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা সমৃদ্ধ হচ্ছে।

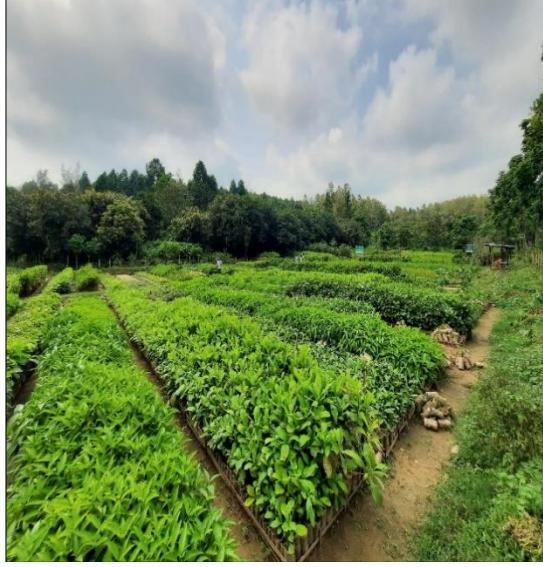
প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন রক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রাণীর বাসস্থান ও করিডোর উন্নয়নের জন্য বিশেষ বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি সংকটাপন্ন ও বিপদাপন্ন নিম্নলিখিত প্রাণি সংরক্ষণের বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

- হাতি-মানুষের দ্বন্দ্ব নিরসণ;
- সার্ক ও রে প্রজাতির সংরক্ষণ কৌশল তৈরী;
- ঘরিয়াল সংরক্ষণ;
- শকুন সংরক্ষণ;
- ডলফিন সংরক্ষণ;
- শিকারী পাখি সংরক্ষণ ইত্যাদি।

প্রকল্পের আওতায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে গ্রাম-পর্যায়ে সংগঠিত করে বন অধিদপ্তরের মাঠ-পর্যায়ের বন বিট সমূহের সাথে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৭টি বন বিভাগের আওতাধীন প্রায় ৬০০ টি গ্রামের প্রায় ৪০,০০০ বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সংগঠন তৈরী ও কার্যকর করার কাজে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় তাদের বিকল্প জীবিকার সংস্থান করা হবে। প্রকল্পের আওতায় বনায়ন কার্যক্রম এর সাথে সাথে প্রতিটি (সহযোগীতামূলক) গ্রাম-সংগঠনকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে। ফলে, বনের বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি পাবে, বনের বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে, উপকূলীয় তটরেখা সুরক্ষা পাবে এবং অতিদরিদ্র-বিপদাপন্ন নারী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ সাধারণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। অধিকন্তু প্রকল্পের আওতায় দেশের ১০টি রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা (PA Co-Management) পদ্ধতি সম্প্রসারণসহ আরো ১৬টি রক্ষিত এলাকায় বিদ্যমান সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা হবে। উল্লেখিত কাজ সঠিক ভাবে বাস্তবায়নে ৭ টি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাকে (NGO) নিয়োগের কাজ চলমান রয়েছে; যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গ্রাম জরীপ, কমিউনিটি প্রোফাইলিং, বিভিন্ন কমিটি গঠন, সংগঠন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, বিকল্প জীবিকার প্রশিক্ষণ, মনিটরিং এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হবে। সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বনভূমি সংলগ্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বনজ সম্পদের উপর নির্ভরতা কমে আসবে; ফলে, বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষা পাবে। প্রকল্পের আওতায় সংকটাপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণেও বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অভিশ্রুতি (Sustainable Development Goals) এর বন আচ্ছাদন বৃদ্ধি, কার্বন সংরক্ষণ, রক্ষিত এলাকা সম্প্রসারণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ বেশকিছু উন্নয়ন সূচকে অগ্রগতি অর্জনে সহায়তা করবে।



ছবিঃ সুফল প্রকল্পের আওতায় সৃজিত এনরিচমেন্ট বনায়ন



ছবিঃ সুফল প্রকল্পের নার্সারিতে দেশীয় প্রজাতির উদ্ভেলিত চার



ছবিঃ সুফল প্রকল্পের আওতায় এসএসপি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশের ডলফিন সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ

দেশের জলজ জীববৈচিত্র্য, বিশেষ করে ডলফিন সংরক্ষণের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্রধান কার্যক্রম গুলো হলো:

১। বাংলাদেশের বিদ্যমান ছয়টি ডলফিন অভয়ারণের সাথে সুন্দরবনের ডলফিনের হটস্পট গুলো চিহ্নিত করে নতুন তিনটি রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। ডলফিনের জন্য ঘোষিত বাংলাদেশের মোট নয়টি রক্ষিত এলাকা হলো:

ক্রমিক	রক্ষিত এলাকার নাম	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)
১.	দুধমুখী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ (ডলফিন)	সুন্দরবন	১৭০

২.	চাঁদপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৫৬০
৩.	তাংমারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৩৪০
৪.	নাজিরগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	বাপনা	১৪৬
৫.	শিলন্দা-নাগডেমরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	বাপনা	২৪.১৭
৬.	নাগরবাড়ি-মোহনগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	বাপনা	৪০৮.১১
৭.	পানখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৪০৪
৮.	শিবসা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	২১৫৫
৯.	ভদ্রা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৮৪৮
	মোট		৫০৭৫.২৮

২। ডলফিনের গবেষণা ঘাটতি বিশ্লেষণ এবং আবাসস্থল সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩। হালদা নদীতে ডলফিনের সংখ্যা নির্ণয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪। সমাজ ভিত্তিক সম্পদ ব্যবহার ও কার্যকরী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও তার বাস্তবিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর অর্থাৎ ট্যুরিজম, ফিসারিজ, একুয়াকালচার, কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রি এবং ম্যারিটাইম ডেফিকিং এর জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬। ডলফিন এ্যাকশন প্ল্যান এবং সমগ্র বাংলাদেশের জন্য এটলাস প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭। ডলফিন সংরক্ষণের জন্য ৭০ (সত্তর) জন সদস্য বিশিষ্ট ০৭ (সাতটি) ডলফিন কনজারভেশন দল গঠন করা হয়েছে।

৮। মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল ১০০০ (এক হাজার) টি পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিকল্প আয় বৃদ্ধিমূলক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি পরিবারকে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৯। ডলফিন কনজারভেশন দল এবং সংশ্লিষ্ট বন কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ডলফিন মেলা আয়োজন সহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজ এবং কমিউনিটিতে ডলফিন সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত কার্যক্রম সমূহ সফলতার সাথে সম্পন্ন করার ফলে সুন্দরবনে ডলফিনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনের তিনটি অভয়ারণ্য (তাংমারী, ঘাঘরামারী ও চাঁদপাই)-তে এই বৃদ্ধির হার ৫৫%; যা দেশের ডলফিন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।



চিত্র: শুশুক বা গাঙ্গেয় ডলফিন

সুন্দরবনের বাঘ শুমারী

USAID এর আর্থিক সহায়তায় Bengal Tiger Conservation Activity (BAGH) প্রকল্পের আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে বাঘ গণনার কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১ ডিসেম্বর ২০১৬ সাল থেকে শুরু করে ২৪ এপ্রিল ২০১৮ সাল পর্যন্ত চারটি ধাপে সুন্দরবনের সাতক্ষীরা, খুলনা ও শরণখোলা রেঞ্জের তিনটি ব্লকের ১,৬৫৬ বর্গ কিঃ

মিঃ এলাকায় বিশেষ এক ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার করে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২২ মে ২০১৯ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেন। মোট ২৪৯ দিনব্যাপী পরিচালিত এ জরিপ কার্যক্রমে ৬৩টি পূর্ণবয়স্ক বাঘ, ৪টি জুভেনাইল বাঘ এবং ৫টি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাঘের সর্বমোট ২৪৬৬টি ছবি পাওয়া যায়। SERC মডেলে তথ্য বিশ্লেষণ করে সুন্দরবনের প্রতি ১০০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় বাঘের আপেক্ষিক ঘনত্ব পাওয়া যায় ২.৫৫±০.৩২। সুন্দরবনে বাঘের বিচরণ ক্ষেত্র ৪,৪৬৪ কিঃ মিঃ এলাকাকে আপেক্ষিক ঘনত্ব দিয়ে গুণণ করে বাঘের সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে ১১৪টি। এ হিসেব অনুযায়ী ২০১৮ সালের জরিপে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্লক অনুযায়ী বাঘের ঘনত্ব বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শরণখোলা রেঞ্জ বাঘের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী (৩.৩৩ বাঘ/১০০ বর্গ কিঃ মিঃ) এবং খুলনা রেঞ্জ বাঘের ঘনত্ব সবচেয়ে কম (১.২১ বাঘ/১০০ বর্গ কিঃ মিঃ)।

২০১৫ সালে সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত বাঘ গণনার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। সে হিসেব অনুযায়ী বাঘের ঘনত্ব ছিল প্রতি ১০০ বর্গ কিঃ মিঃ এ ২.১৭টি এবং মোট বাঘের সংখ্যা ছিল ১০৬টি।



ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বাঘের ছবি

১৭ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করার নিমিত্ত বন অধিদপ্তরে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরী পূর্বক যথাযথ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর, বন সংরক্ষকগণের দপ্তর এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের দপ্তরে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটি এবং অংশীজনের মিটিং নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নৈতিকতা কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেবা প্রত্যাশী নাগরিকদের নিকট বন ও বন্যপ্রাণী বিষয়ক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য বন অধিদপ্তরের প্রবেশ মুখে ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং দর্শনার্থীদের জন্য আধুনিক মানের অপেক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পৃথক নামাজের ব্যবস্থাসহ শিশুদের জন্য মানসম্মত বিনোদন সম্বলিত ডে-কেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টারে উল্লেখিত প্রদেয় সেবা সহজীকরণ এবং সেবার মান বৃদ্ধি করার জন্য প্রধান বন সংরক্ষক মহোদয়ের সঙ্গে অংশীজনের অংশ গ্রহণে নিয়মিতভাবে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া ইনোভেশন এর দ্বারা বিভিন্ন সেবাকে সহজীকরণ করা হচ্ছে। সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীদেরকে বনায়নের লভ্যাংশের চেক অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে এবং উপকারভোগীদের ডাটাবেস সম্বলিত অ্যাপস তৈরীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বন অধিদপ্তরসহ এর আওতাধীন বন সংরক্ষক এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের দপ্তরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল হাজিরা যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। বন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিতভাবে চাকুরী এবং সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক উত্তোলিত বন বাগানে চারার প্রজাতির বৈচিত্র্য রক্ষা এবং গুণগতমান রক্ষাসহ বনভূমিতে জবরদখল প্রতিরোধ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন

অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিদর্শন নিশ্চিত করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্ণিত নীতিমালার আলোকে বন অধিদপ্তরসহ এর আওতাধীন বন সংরক্ষক এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদের দপ্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্ভাবনী কাজ ও ভাল কাজে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।



সম্মানিত প্রধান বন সংরক্ষক মহোদয়ের সঙ্গে অংশীজনের অংশ গ্রহণে গণশুনানি



জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর আওতায়



জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর আওতায়
রক্ষিত এলাকায় প্রাস্টিক মুক্তকরণ কর্মসূচি

১৮ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

১৮.১ বন অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা

বন অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পছা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে উদ্ভাবন পরিকল্পনা-২০২০-২০২১ এর আওতায় বন অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে “সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরী” এর কার্যক্রম চলমান। নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে হাতি লালন-পালন লাইসেন্স ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অফিস আদেশ জারি করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। আধুনিক জীবন যাপনে ডিজিটাল সেবার গুরুত্ব অপরিসীম। তাৎক্ষণিকভাবে কোন তথ্যাদি জানার উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম হলো ডিজিটাল প্রযুক্তি। তাই ডিজিটাল সেবা মানুষের জীবনকে করেছে সহজ ও জ্ঞানসমৃদ্ধ। ২০২০-২০২১ অর্থবছরও বন অধিদপ্তরের যাবতীয় কার্যক্রম ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে গণমানুষের কাছে পৌছাতে অরণ্য বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে।

১৮.২ ই-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত a2i প্রোগ্রামের আওতায় বন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ২০১৭ সাল থেকে ই-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা) কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়ে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহকে এখনও ই-নথি সিস্টেমে যুক্ত করা সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র সদর দপ্তরের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে বন অধিদপ্তর বাংলাদেশের মধ্যম ক্যাটাগরির ১৮টি দপ্তরের মধ্যে ৫ম অবস্থানে উঠে এসেছে। a2i কর্তৃক ড্যাস বোর্ডের উন্নয়ন কাজ চলমান থাকায় বিগত আগষ্ট ২০২০ মাস হতে মাসিক রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে না। বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহকে ই-নথি সিস্টেমে যুক্ত করার কার্যক্রম চলছে। ই-নথির পরিবর্তে ডি-নথির সিস্টেমে কার্যক্রম শুরু হবে বিধায় চলতি অর্থবছরে কোন কর্মচারীকে ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি।

বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহকে ই-নথি সিস্টেমের আওতায় আনা হলে বন অধিদপ্তর এর পক্ষে অপেক্ষাকৃত বড় ক্যাটাগরির অধিদপ্তরের মধ্যে একটি বিশেষ অবস্থানে পৌছানো সম্ভব হবে।

১৯ বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার

জাতীয় পুরস্কারঃ

বৃক্ষরোপণে বিশেষ অবদান এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে :

১। বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার

২। বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন পুরস্কার।

আন্তর্জাতিক পুরস্কারঃ

বন সংরক্ষণ ও সহব্যবস্থাপনায় সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ বন বিভাগ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। যথাঃ

- UN declared Equitor Award 2012
- Wangiri Mathai Award 2012
- JSW Earth Care Award 2012
- Solution Search 2013
- HSBC-Daily Star Climate Award

vi) People's Choice Award (The Conservance & RARE, USA)

vii) Champion of the earth 2015

১৯.১ বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে একটি স্থায়ী, চলমান ও স্বতঃস্ফূর্ত কার্যক্রমে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণে যারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাদেরকে “বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার” প্রদান করা হয়। ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতিবছর এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত বৃক্ষরোপণ কর্মকাণ্ডকে মোট ১০টি শ্রেণিভুক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণিতে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রতিটি শ্রেণির পুরস্কার প্রাপ্তদের ক্রেস্ট ও সনদসহ একাউন্ট পেয়া চেকে অর্থ প্রদান করা হয়। প্রথম স্থান অধিকারীকে ৩০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে ২০,০০০ টাকা এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীকে ১৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। তবে “বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা (সংশোধনী)-২০২১” এ বর্ণিত পুরস্কারের অর্থ বৃদ্ধি করে প্রথম পুরস্কার- ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা), দ্বিতীয় পুরস্কার-৭৫,০০০/- (পাঁচাত্তর হাজার টাকা) ও তৃতীয় পুরস্কার-৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) করার নিমিত্ত নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যার প্রজ্ঞাপন বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকাতে ছাঁপার অপেক্ষায় রয়েছে।

১৬-০৭-২০২০ খ্রিঃ

০৫-০৬-২০২১ খ্রিঃ



মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বৃক্ষরোপণ

১৯.২ বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন

জাতীয়ভাবে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি/সংস্থাকে সম্মানিত করা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে “Bangabandhu Award for Wildlife Conservation” পদক প্রদান করা হচ্ছে। পরবর্তীতে জাতীয় এই পদক প্রদানের বিষয়টিকে আরও জোরদার করার অভিপ্রায়ে ২০১২ সালে “Bangabandhu Award for Wildlife Conservation” নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়।

সরকার ২০১০ সাল থেকে মূলতঃ বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন ও সংরক্ষণে অবদান, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ দমন কার্যক্রম, মানুষ-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব নিরসনে বিশেষ অবদান এবং তৃণমূল পর্যায়ে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গণসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান-এ বিষয়সমূহ বিবেচনা করতঃ মোট ৩টি ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার প্রদান করে আসছে। প্রতি বছর প্রত্যেক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে একটি ২ ভরি (২৩.৩২

গ্রাম) ওজনের স্বর্ণ পদক অথবা পদকের ওজন পরিমাণ স্বর্ণের বাজারমূল্যের সমপরিমাণ নগদ অর্থ ও ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক এবং সদনপত্র প্রদান করা হয়। ২০১০ হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত নিম্নোক্ত ৩টি ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ৩৪ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

ক্যাটাগরিসমূহঃ

- ক. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা, খ্যাতিমান গবেষক, বিজ্ঞানী, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী ব্যক্তি ও গণমাধ্যম কর্মী/ব্যক্তিত্ব;
- খ. বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা এবং
- গ. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান।

২০ উদযাপিত আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষিত দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এ দিবসগুলোর উপলক্ষ্যে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। দিবসগুলোর তাৎপর্য ও অবদান সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন বিভাগ বিভিন্ন সমাবেশ, শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে। নিম্নে বন বিভাগে পালনকৃত সংশ্লিষ্ট দিবসের ছবি ও তথ্য দেয়া হল:

২০.১ আন্তর্জাতিক বন দিবস

২০১২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২১ মার্চকে আন্তর্জাতিক বন দিবস হিসাবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালেও বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক বন দিবস পালন করা হয়। ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক বন দিবসের প্রতিপাদ্য ছিলো “বন সংরক্ষণের অঙ্গীকার, টেশসই উৎপাদন ও ব্যবহার”। প্রতিবারের মতো বাংলাদেশ বন বিভাগ দিবসটিকে আড়ম্বরভাবে উদযাপন করে। বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক বন দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে বন ভবন, আগারগাঁওস্থ হৈমন্তী সম্মেলন কক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এম.পি; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম হাবিবুন নাহার, এম.পি. মাননীয় উপ-মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, সচিব, এবং জনাব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনাব মুকিত মজুমদার বাবু, চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ।



আন্তর্জাতিক বন দিবস উদযাবন

২০.২ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস

২০১৩ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৮তম অধিবেশনে ৩ মার্চকে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে প্রতি বছরই পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর এই দিবসটি পালন করে আসছে। এ উপলক্ষে ২০২২ সালে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের হৈমন্তি মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এম.পি; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সাবেক হোসেন চৌধুরী, এম.পি. মাননীয় সভাপতি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, সচিব, এবং জনাব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনাব মুকিত মজুমদার বাবু, চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এবং জনাব রাকিবুল আমিন, কান্ডি রিপ্রেজেন্টেটিভ, আই,ইউ,সি,এন বাংলাদেশ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ। এ বছর বন্যপ্রাণী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে “বিপন্ন বন্যপ্রাণী রক্ষা করি, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসি”।



বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস

২০.৩ বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস

২০০৬ সালে আন্তর্জাতিকভাবে এ দিবস উদযাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশে ২০১০ সাল হতে জাতীয়ভাবে বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। তবে ২০১৭ সাল থেকে প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় শনিবার এবং অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শনিবার অর্থাৎ বছরে দু'টি দিন বিশ্বব্যাপী পালিত হয় এ দিবসটি। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক অনলাইন ভিত্তিক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এম.পি। এ বছর বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস-২০২১ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে- “Sing, Fly, Soar – Like a bird!”, যার বাংলা ভাবার্থ করা হয়েছে- “পাখির মত গান গাই, উড়ে যাই সুউচ্চ দিগন্তে”।

বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণঃ

- পরিযায়ী পাখিসহ উপকূলীয় এলাকার পাখি সংরক্ষণে বাংলাদেশের ৬টি এলাকাকে “East Asian-Australasian Flyway Site” ঘোষণা করা হয়েছে।
- এলাকাগুলো হলো- সোনাদিয়া, নিঝুম দ্বীপ, টাংগুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর এবং গাঙুইরার চর।
- এছাড়া বাংলাদেশ বন বিভাগ এবং আই,ইউ,সি,এন এর যৌথ উদ্যোগে দেশের দ্বিতীয় রামসার সাইট টাংগুয়ার হাওরে পাখি গুমারি ও পাখির গায়ে রিং পড়ানো এবং জিপিএস স্যাটেলাইট ট্যাগ স্থাপন করা হয়েছে।
- অবৈধভাবে পাখি শিকার ও বাণিজ্য বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা, জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।



বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণ (সোনাদিয়া)



বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণ (টাংগুয়ার হাওর)

২০.৪ আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস

২০১০ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত বাঘ সমৃদ্ধ ১৩টি দেশের (Tiger Range Country) সরকার প্রধানদের সম্মেলনে বাঘ সংরক্ষণকে বেগবান করার জন্য তৈরি ঘোষণাপত্রের আলোকেই প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ২৯ জুলাই আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপ-মন্ত্রী, বেগম হাবিবুন নাহার এম.পি.। এ বছর আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- “বাঘ বাঁচায় সুন্দরবন, সুন্দরবন বাঁচায় লক্ষ জীবন”।

২০.৫ বিশ্ব হাতি দিবস

২০১১ সালে থাইল্যান্ডের Elephant Reintroduction Foundation, কানাডার চলচ্চিত্রকার Patricia Sims এবং Michael Clark এর উদ্যোগের ফলে প্রতি বছর ১২ আগস্ট বিশ্ব হাতি দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলশ্রুতিতে, ২০১২ সাল থেকে প্রতি বছর ১২ আগস্ট পৃথিবীর হাতি সমৃদ্ধ দেশসমূহে বিশ্ব হাতি দিবস পালন করা হচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বিশ্ব হাতি দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বন অধিদপ্তরের সম্মানিত প্রধান বন সংরক্ষক, জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী। এ বছর বিশ্ব হাতি দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- “হাতি করলে সংরক্ষণ, রক্ষা পাবে সবুজ বন”।

২০.৬ আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস

বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে বন ভবন, আগারগাঁওস্থ হৈমন্তী সম্মেলন কক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী; জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এম.পি; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন বেগম হাবিবুন নাহার, এম.পি., মাননীয় উপ-মন্ত্রী, জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, সচিব এবং জনাব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুকিত মজুমদার বাবু, চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এবং জনাব রাকিবুল আমিন, কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, আই,ইউ,সি,এন বাংলাদেশ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান পরিযায়ী পাখি

বাংলাদেশে প্রায় ২৫০-৩০০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আছে। এর মধ্যে প্রায় ২১০টি শীতকালীন অতিথি পাখি এবং অবশিষ্ট পাখি বৎসরের অন্য সময়, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে এসে থাকে। অতিথি পাখির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- রাজহাঁস, দাগী রাজহাঁস, রাজ সরালি, পাতি সরালি, মান্দারিন হাঁস, ঝুঁটি হাঁস, চকাচকি, লেঞ্জা হাঁস, খুন্তে হাঁস, বালি হাঁস, তিলি হাঁস, লালশির, নীলশির, গিরিয়া হাঁস, পিয়ং হাঁস, ভূতি হাঁস, স্মিউ হাঁস, পাতি মারগেঞ্জার, শুমচা, পাপিয়া, খঞ্জন, ফুটকি, সাহেলি, চ্যাগা, গুলিন্দা, সারস, ত্রিধিনি, মানিকজোড়, এশিয় শামোকখোল, নীলকণ্ঠ, বৈরী, চামচ ঠুটো বাটান ও বিভিন্ন জাতের সৈকত-পাখি (shore bird) ইত্যাদি।

বাংলাদেশে East Asia Australasian Flyway Sites

বাংলাদেশ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ সালে EAAFP (East Asia Australasian Flyway Partnership) এর সদস্য হয়েছে এবং ৬ টি এলাকাকে (টাংগুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর, সোনাদিয়া, নিঝুম দ্বীপ ও গাঙগুইয়ার চর) Flyway Site হিসেবে ঘোষণা করেছে।

২১. বাংলাদেশ বন মহা পরিকল্পনা (২০১৭-২০৩৭)

১৯৯৫ সনে বাংলাদেশ বন বিভাগ প্রথমবারের মতো ২০ বৎসরের জন্য একটি বন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে; যার একটি উদ্দেশ্য ছিল দেশের ২০ শতাংশ ভূমি বন আচ্ছাদনের ভেতরে নিয়ে আসা। উক্ত মহাপরিকল্পনা বন ও বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য বিষয়, যেমন Sustainable Forest Management, জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন, ইকোসিস্টেম সার্ভিসের ঝুঁকি, আন্তর্জাতিক কনভেনশনের প্রতিশ্রুতি, বন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা এবং দূর অনুধাবন (Remote Sensing) এবং ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (GIS) ইত্যাদির উপর যথাযথভাবে গুরুত্ব দিতে সমর্থ হয়নি। ২০ বৎসরের পুরাতন উক্ত মহাপরিকল্পনা কে ২০১৩ সালে হালনাগাদ করে পরবর্তী ২০ বৎসরের জন্য অর্থাৎ ২০১৭-২০৩৭ সাল পর্যন্ত করা হয়েছে। হালনাগাদ বন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক ও সংস্থার সহায়তায় সম্পন্ন করা হয়েছে, যা সহসা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট দাখিল করা হবে।